সংবাদ

তারিখ ... ১৭.২.৮৪ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

073

জেনারেল ওসমানীর ইন্তেকাল

স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং জাতীয় জনতা পার্টি প্রধান জেনারেল (অব:) মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী গতকাল লণ্ডনের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬।

বাসস জানায়, জেনারেল ওসমানী গতবছর থেকে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। চিকিৎসার জন্য ডিসেম্বর মাসে তিনি লণ্ডন যান। গত বুধবার হাসপাতালে তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটে।

মরহুম জেনারেলের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে আজ সারাদেশে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে।

এনা জানায়, জেনারেল ওসমানী বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টায় ইন্তেকাল করেন। জাতীয় জনতা পার্টি দলের সকল শাখা অফিসে জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ধনমিত এবং কালো পতাকা উত্তোলনের নির্দেশ দিয়েছে। দলের এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জনতা পার্টি গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

(শেষ পৃ: ৬-এর ক: দ্র:)

রাষ্ট্রপতির শোক

রাষ্ট্রপতি ও সিএমএলএ লে: জেনারেল এরশাদ জেনারেল ওসমানীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। বাসস জানায়, এক শোকবাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, এই বীর মুক্তিযোদ্ধার ইন্তেকালে সমগ্র জাতি আমার সাথে শোক জ্ঞাপন করছে এবং মরহুমের পরি-

(শেষ পৃ: ৬-এর ক: দ্র:)

ওসমানীর ইন্তেকাল

(১ম পাতার পর)

কেন্দ্রীয় কমাণ্ড কাউন্সিল জেনারেল ওসমানীর মৃত্যুতে গতকাল এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে। সংসদ ৪০দিন শোক পালন ও সংসদ পতাকা অর্ধনমিত রাখতে এবং কোরান খতম, মিলাদ মাহফিলের আয়োজনের জন্য সকল স্তরের কমাণ্ডকে নির্দেশ দিয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের চেয়ারম্যান কর্ণেল (অব:) শওকত আলী সংগঠনের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, ওসমানীর মৃত্যুতে একটি সুদীর্ঘ কর্মবহুল জীবনের অবসান হল।

রাষ্ট্রপতির শোক

(১ম পাতার পর)

বারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পরিণতি। মুক্তিযুদ্ধে জেনারেল ওসমানীর অবদানের কথা ঘরে ঘরে উচ্চারিত। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে সৈনিক হিসেবে, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রবিদ হিসেবে 'বাংলাদেশের ৯ কোটি মানুষ চিরকাল স্মরণ করবে।'

তাঁর আত্মার মাগফেরাতের জন্য রাষ্ট্রপতি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেন।